পাক্ষিক

আহমদী

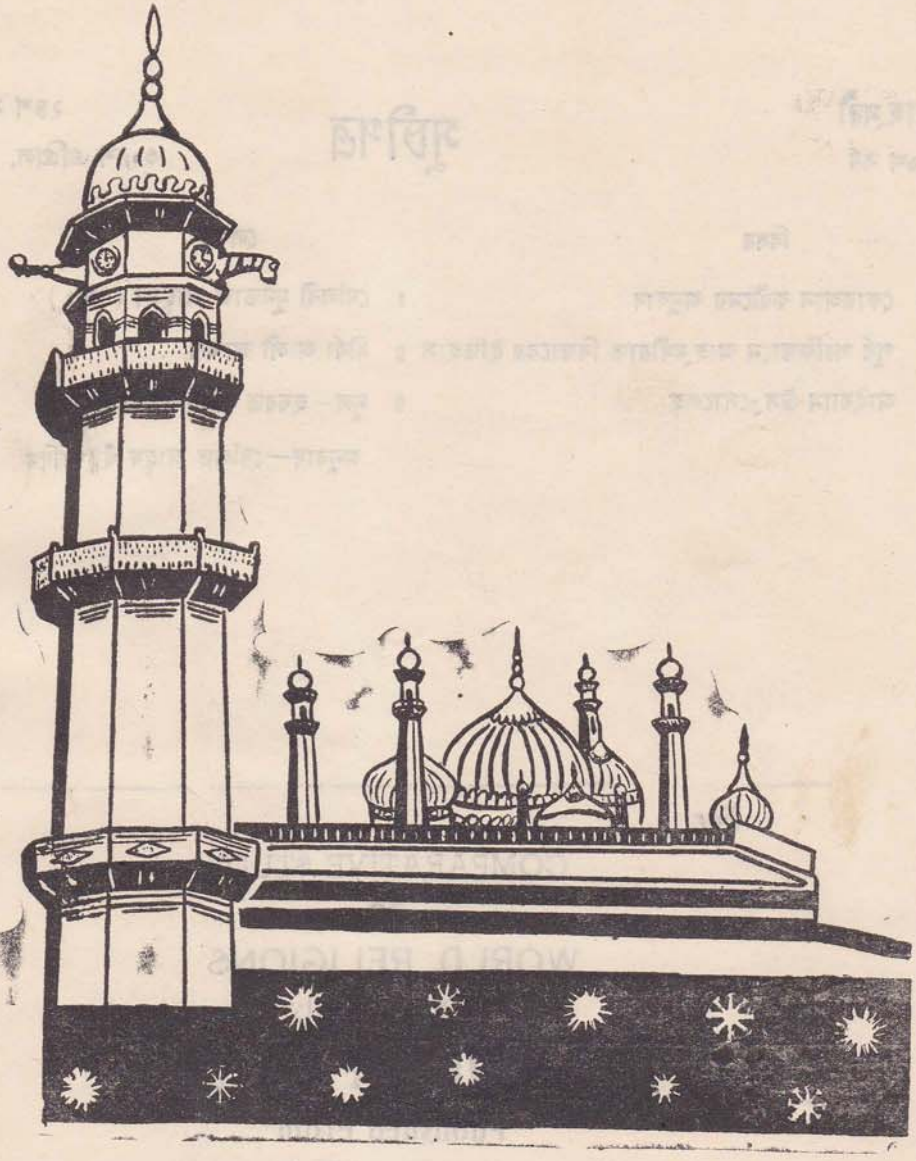

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২৪শ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

২৪শ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৪২১
॥ পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস	॥ মীর্যা আলী আখন্দ	॥ ৪২২
॥ আইয়্যাম-উস্‌-সোলেহ্‌	॥ মূল—হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) অনুবাদ—দৌলত আহ্‌দ খাঁ খাদিম	॥ ৪৩২

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published From
Rabwah (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ৩০শে এপ্রিল : ১৯৬৬ সন : ২৪শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১৪শ রুকু

১১৯। তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা অসার প্রতিপন্ন হইল।

১২০। (এই ভাবে) তাহারা তথায় পরাভূত হইল এবং লাঞ্ছিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

১২১। এবং যাদুকরগণ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইতে বাধ্য হইল।

১২২। তাহারা বলিল : আমরা সর্বজগতের প্রতি-পালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।

১২৩। ফেরআউন বলিল: তোমাদিগকে আমি অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই কি তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিলে? নিশ্চয় ইহা একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র, যাহা তোমরা এই শহরে পাকাইয়াছ যেন তোমরা ইহার অধিবাসীদের বাহির করিয়া দিতে পার। অচিরেই তোমরা (ইহার ফল) জানিতে পারিবে।

১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত ও পদ আড়াআড়ি ভাবে কর্তন করিব; অতঃপর তোমাদের সকলকে আমি ক্রুশে লটকাইব।

১২৬। তাহারা বলিল: নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর সমীপেই প্রত্যাবর্তন করিব।

১২৭। এবং তুমিও শুধু এইজন্য আমাদের শত্রুতা করিতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শন সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, যখন উহা আমাদের নিকট সমাগত হইয়াছে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে মৃত্যু দান কর।

(ক্রমশঃ)

পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

মীর্যা আলী আখন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত মীর সেকান্দার আলী সাহেব (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনি

বঙ্গদেশে যে সমস্ত মনীষী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর আহ্বানে প্রথম সাড়া দেন, এবং গোঁড়া সম্প্রদায়ের তুমুল বিরোধীতা ও অত্যাচার জুলুম সহ্য করিয়া এদেশে আহ্‌মদীয়াতের ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, হযরত মীর সেকান্দার আলী সাহেব (রহঃ) ছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বোধ হয় তাঁহাদের সকলের চেয়ে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন।

আহ্‌মদীয়াতের এই বীর সিপাহী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত সরাইলের সৈয়দটুলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মীর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ছিলেন সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, সদালাপি ও নিষ্ঠাবান মুসলীম। ইসলামের প্রতি ছিল তাঁহার গভীর দরদ। মুসলমান সমাজের অবনতি এবং সেই সময়কার মুসলীম রাজ্যগুলির দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া কিসে ইহার প্রতিকার হইবে, তিনি সর্বদাই এই চিন্তা করিতেন। মুসলমান সমাজের আলেমদের মধ্যে দলাদলি ও পরস্পরের প্রতি কুফরের ফতোয়া প্রদানের ছড়াছড়ি দেখিয়া তিনি মনে বড়ই ব্যথা পাইতেন। তিনি কোনও পীরের মুরিদ হন নাই। কারণ তিনি অনেক পীরের নিকট গিয়াছেন, কিন্তু সেখানে দেখিতে পাইয়াছেন ফাঁকি ও ধোকাবাজী। প্রকৃত রুহানীয়াত কোথাও দেখিতে পান নাই। সেই সময়ে শিক্ষা-দীক্ষায়, আর্থিক অবস্থায় চাকরী-বাকরী সকল দিক দিয়াই পাক-ভারতের মুসলমানগণ নৈরাশ্যজনক দুরবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তদুপরি ছিল ইসলামের উপর খ্রীষ্টান পাদরী ও আর্য্য সমাজীদের হামলা। বহু মুসলমান

সেই সময়ে খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু পীর সাহেবদেরকে ইসলামের এই বিপদে কোনদিন কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই।

এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে মুসলমানগণ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের জন্য অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন. যাঁহার আগমনে ইসলামের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া আবার পূর্বের স্বর্ণজ্জ্বল যুগ ফিরিয়া আসিবে। তিনি আলেমদের নিকট শুনিয়াছিলেন এবং কোন কোন কেতাবেও পড়িয়াছিলেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) ভবিষ্যৎদ্বাণী করিয়াছিলেন, "আমার মাহ্দীর সত্যতার দুইটি লক্ষণ আছে, যাহা আসমান জমীন সৃষ্টি হওয়া অবধি অন্য কাহারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। একই রমজান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম তারিখে চন্দ্র গ্রহণ ও (সূর্য্য গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হইবে।"

(দারকুতনি—১৮৮ পৃঃ)

হঠাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একই রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য্য-গ্রহণ হইল।

["আজাদ পত্রিকা" (উর্দ্দু) ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৬ ইং "সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট" লাহোর ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ ইং, মওলানা শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেব লিখিত "কেয়ামত নামার ভূমিকা" এবং ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত সুরেশ্বর নিবাসী মরহুম মৌলানা জান শরীফ সাহেব লিখিত "মদিনা বা কল্কি অবতারের ছফিনা" দ্রষ্টব্য।]

তাঁহার মনে হইল যে, এই ত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আসিবার সময়। কারণ একই রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণ হওয়া ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আসিবার লক্ষণ। তিনি সেই সময়কার একখানা পঞ্জিকা যোগাড় করিয়া বাঁধাইয়া সযত্নে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। এখনও সেই বাধান পঞ্জিকাখানি তাঁহার বাড়ীতে রক্ষিত আছে।

পাঠ্যাবস্থা হইতেই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল "খেদমতে খাল্ক" বা মানবসেবা। এইজন্য তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইল ডাক্তার হওয়া। তিনি ডাক্তারী পড়িয়া আসামের কাছাড় জিলার গাগড়া ছারা চা বাগানে চাকুরী আরম্ভ করেন। তিনি যখন কাছাড় জিলায় চা বাগানে চাকুরী করিতেন, তখন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে লাইন হয় নাই। তখন লোক আসাম হইতে ষ্টিমারে এদেশে যাতায়াত করিতেন। একবার তিনি কাছাড় হইতে ষ্টিমারযোগে বাড়ীতে আসার সময় ষ্টিমারে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোথা যাইতেছেন। সেই ভদ্রলোক বলিলেন যে, তাঁহার বাড়ী পাঞ্জাব। তিনি বাড়ী যাইতেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি এই কথাও বলিলেন যে, তাঁহার ভাই তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন যে, পাঞ্জাবে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) কাদিয়ানি নামে এক ব্যক্তি ইমাম মাহ্দী হইবার দাবী করিয়াছেন। তিনি খুব সৎ ও ধর্মপরায়ণ লোক। তাঁহার ভাই তাঁহার বয়াত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে এক দোয়া লিখিয়া দিয়াছেন এই বলিয়া যে, তিনি যদি পাক ভাবে আন্তরিকতার সহিত এই দোয়া পড়িয়া এস্তেখারা করেন তবে তিনি নিশ্চয় তাঁহার দাবীর সত্যতার সমর্থনে ঐশী নিদর্শন দেখিতে পাইবেন ও তাঁহার সাদাকাত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, তাঁহার ভাইয়ের উপদেশমত দোয়া করিতে করিতে তিনি হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর চেহারা মোবারক স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি কাদিয়ানে গিয়া হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর সঙ্গে দেখা করিবেন। যদি তাঁহার চেহারা স্বপ্নে দেখা মহা পুরুষের চেহারার সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়, তবে তিনিও তাঁহার বয়াত গ্রহণ করিবেন। এই কথা শুনামাত্র জনাব হযরত মীর সাহেব (রহঃ) একখানা

পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিয়া তাহাকে এই অনুরোধ করিলেন যে, যদি হযরত মীর্যা সাহেবের চেহারা তাঁহার স্বপ্নে দেখা চেহারার মত হয় তবে যেন তাঁহার দেওয়া পোষ্টকার্ডে তাঁহাকে লিখিয়া তাহা জানান। এই ভদ্রলোক কাদিয়ানে গিয়া হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দেখিতে পাইলেন, হযরত আক্‌দাস ঠিক সেই ব্যক্তি যাহাকে তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। সুবহান আল্লাহ্। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বয়াত গ্রহণ করিলেন এবং জনাব মীর সাহেবকে তাঁহার কার্ডে সেই খবর জানাইয়া দিলেন। জনাব মীর সাহেব যখন এই খবর পাইলেন তখন এই দেশে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর দাবীর কথা বড় কেহ জানিতেন না। জনাব মীর সাহেব এই পত্রখানা তাঁহার শ্বশুর মরহুম জনাব হাফিজউদ্দিন ঠাকুর সাহেবকে দেখাইলেন। তিনি পত্রখানা দেখিয়া সরাইলের কয়েকজন মুন্‌সী পর্যায়ের লোককে পত্রখানা দেখাইলেন; কারণ সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে কোন উচ্চ শিক্ষিত আলেম ছিল না। ঐ সমস্ত ভদ্রলোক জনাব ঠাকুর সাহেবকে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে প্রচলিত কতকগুলি আজগুবি কথা শুনাইলেন আর বলিলেন, "ঠাকুর সাহেব আপনার জামাতা ডাক্তার মানুষ, তিনি ধর্মের কি বুঝেন।" কিন্তু জনাব মীর সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইহাই ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের প্রকৃত সময়। কারণ চন্দ্র, সূর্য কোরআন হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী তাঁহার স্বপক্ষে গাওয়াহি দিয়াছে। তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলে কোন উপযুক্ত আলেম না থাকায় ইহা নিয়া তিনি আর আলোচনা করিবার সুযোগ পাইলেন না।

সেই যুগে মুসলমানের যত পত্রিকা বাহির হইত জনাব মীর সাহেব প্রত্যেকটির গ্রাহক ছিলেন। তিনি তখনকার দিনের "মিহির সুধাকর" পত্রিকারও গ্রাহক ছিলেন। উপরোল্লিখিত ঘটনার বেশ কিছুদিন পর তিনি একদিন উক্ত পত্রিকার এক ছোট খবরে দেখিতে পাইলেন যে, (হযরত) মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী নামে এক পাগল ইমাম মাহ্‌দী হইবার দাবী করিয়াছেন। তিনি দিল্লীর জামে মস্‌জিদে বহেস করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকল লোকে হাসি-ঠাট্টা করিয়া ঢিল ছুড়িয়াছে। এই খবর পড়া মাত্র জনাব মীর সাহেব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, দুনিয়াতে কত পাগলে পাগলামি করে। তাহাদের খবর ত কোন কাগজে প্রকাশ পায় না। দিল্লীতে এক ব্যক্তি পাগলামি করিয়াছে; সেই খবর কলিকাতার কাগজে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার সেই পাগলকে লোকে ঢিলও ছুড়িয়াছে। সেই পাগল ত সামান্য পাগল নয়। তখন তাঁহার মনে হযরত রসুলুল্লার জীবনে সংঘটিত তায়েফের ঘটনার কথা উদিত হইল। তায়েফবাসিরাও মহানবীর প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। তিনি দিল্লীর ঘটনা পাঠ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, হযরত মীর্যা সাহেব নিশ্চয় যুগ ইমাম। জনাব মীর সাহেব তখন জানিতেন না; কিভাবে বয়াত নিতে হয় এবং বয়াত নিবার কোন আবশ্যকতা আছে কিনা। কারণ তিনি যখন হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর খবর পান, তখন এই বাংলা দেশে ইহার কোন আলোচনাও হয় নাই।

এই ঘটনার বহুদিন পরে তিনি তাঁহার বন্ধু আখাউড়ার নিকটবর্ত্তী দেবগ্রামনিবাসি মরহুম জনাব দৌলত খাঁ উকিল সাহেবের (রহঃ) নিকট জানিতে পারিলেন যে, তিনি এবং বঙ্গের তদানিন্তন সুপ্রসিদ্ধ আলেম মরহুম হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) যিনি সাধারণতঃ বড় মৌলানা সাহেব বলিয়া খ্যাত ছিলেন, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের খবর এক বিজ্ঞাপনের মারফত জানিতে পারিয়াছেন।

মরহুম জনাব দৌলত খাঁ উকিল সাহেব (রহঃ) লাহোরের প্রসিদ্ধ হেকিম হযরত মোহাম্মাদ কোরেশি (রাজিঃ) সাহেবের নিকট হইতে ডাকযোগে হেকিমি ঔষধ আনাইতেন। কোরেশি সাহেব হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর একজন সাহাবি ছিলেন। তিনি ঔষধের প্যাকেটের সহিত তবলিগে ট্রাক্ট পাঠাইতেন। তিনি পরে একবার প্রাদেশিক সালানা জলসা উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় তশরীফ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং এখানকার জমাত দেখিয়া খুব খুশী হইয়া জমাতের আরো তরক্কির জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ সেই দোয়া কবুলও করিয়াছিলেন। আজ বাংলার এই অঞ্চলের জমাত তাঁহারাই বিজ্ঞাপনের জরিয়ায়। প্রকাশ থাকে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পর হইতে প্রাদেশিক সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে না হইয়া ঢাকার দারুত তবলিগে হইয়া আসিতেছে। মরহুম হযরত দৌলত খাঁ উকিল সাহেব আমাদের জমাতের অক্লান্ত কর্মী শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মোজাফফর উদ্দিন সাহেব বি. এ. এর নানা ছিলেন। চৌধুরী সাহেব ইসলামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন তিনি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আনজোমানে আহ্মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। জনাব সুফি মতিউর রহমান বাঙ্গালী এম. এ. (রহঃ)-এর ওফাতের পর তিনি কিছুদিন মাসিক ইংরাজী পত্রিকা Review of Religion-এর এডিটার হিসাবেও কাজ করিয়াছিলেন। সুফি মতিউর রহমান সাহেব এম. এ. মরহুম আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ইসলামের জন্য জীবন ওয়াক্ফ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ ২৭ বৎসর ধরিয়া ইসলাম প্রচারের কার্য করিয়াছেন।

হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ) বঙ্গদেশের এক অতি প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, ফেকা শাস্ত্রবিদ ও কোরআন শরীফ বুঝনেওয়ালা আলেম এই দেশে অতি বিরল। তিনি ছিলেন হযরত মৌলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল লৌখনোভী (রহঃ)-এর প্রিয় ছাত্র। তিনি চৌদ্দ বৎসর তাঁহার নিকট ফিরিঙ্গি মহলে থাকিয়া ফেকা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

হযরত মৌলানা আবদুল হাই (রহঃ)-এর পিতা ছিলেন তখনকার দিনে হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুরের শরীয়তের কাযীউল কুজ্জত। হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব (রাহঃ) যখন ফিরিঙ্গি মহলে অধ্যয়ন শেষ করেন, সেই সময়ে হযরত মৌলানা আবদুল হাই (রহঃ)-এর পিতার ওফাত হয়। হায়দরাবাদের নিজাম কাযীউল কুজ্জাত পদের জন্য তাহার নিকট তাহার বরেন্য পিতার ন্যায় একজন জ্ঞানী আলেমের জন্য লিখেন। তিনি মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) সাহেবের নাম মনোনীত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠান। কিন্তু হযরত সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব অনেকদিন বিদেশে থাকায় হায়দারাবাদে যাইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি বিজ্ঞাপনের মারফত হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সাথে পত্রালাপ করিতে লাগিলেন। মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর নিকট তাঁহার সওয়াল ও তার জবাব হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর লিখিত বোরহানে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম খলিফা হযরত মৌলানা নুরুদ্দিন (রাঃ)-এর সময় তিনি পত্র লেখা স্থগিত রাখিয়া আরো দুইজন আলেমসহ সরাসরি কাদিয়ানে হযরত মৌলানা নুরুদ্দিন (রহঃ)-এর নিকট চলিয়া যান ও বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি কাদিয়ান যাওয়ার পথে পাক-ভারতের বিখ্যাত সমস্ত আলেম-

গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর দাবী ও হযরত ইসা (আঃ) মৃত্যু নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাক-ভারতের কোন আলেমই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সত্যতা কোরআন হাদিস দিয়া খণ্ডণ করিতে ও তাঁর চতুর্থ আকাশে গমণের প্রমান দিতে ব্যর্থ হইলেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী ও পথিমধ্যে পাক-ভারতের অবিখ্যাত আলেমদের সঙ্গে তাঁহার যে সব আলোচনা হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া তিনি 'হজবাতুল হক" নামে এক কিতাব প্রকাশ করেন। সেই কিতাব প্রকাশ হওয়ায় সমস্ত বাংলা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক আন্দোলন আরম্ভ হইল।

হযরত মীর সাহেব যখন জানিতে পারিলেন যে, হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব কাদিয়ান হইতে বয়াত গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া বয়াত গ্রহণ করিতে চাহিলেন। হযরত মৌলানা সাহেব হযরত মীর সাহেবকে বলিলেন যে, আপনার আরো দুইজন বন্ধু দৌলত খাঁ উকিল সাহেব ও সাফাত উল্লা শিকদার সাহেব আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন; কিন্তু মোখালেফাতের ভয়ে বয়াত গ্রহণ করিতে সাহস করিতেছেন না। জনাব শিকদার সাহেব (রহঃ) ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নিকটবর্তী নাটাই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। হযরত মীর সাহেব মৌলানা সাহেবের নিকট হইতে সরাসরি তাঁহাদের দুই জনের নিকট চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে নিয়া আসিয়া এক সঙ্গে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বেলা ১০ টার সময় একত্রে হযরত মৌলানা সাহেবের নিকট বয়াত গ্রহণ করিয়া পবিত্র আহ্‌মদীয়া জমাতে সামিল হইলেন। প্রথম খলিফা হযরত মৌলানা নুরুদ্দিন সাহেব (রহঃ) হযরত মৌলানা সাহেবকে বয়াত নিবার অধিকার দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর সমস্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এলাকা জুড়িয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গেল এবং দলে দলে লোক মৌলানা সাহেবের নিকট আসিয়া আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বয়াত গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং অপর দিকে মোখালেকাতের তীব্রতাও বাড়িতে লাগিল।

হযরত মৌলানা সাহেব হযরত মীর সাহেবকে তবলিগ সেক্রেটারী ও উকিল সাহেবকে জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত করিলেন। হযরত মীর সাহেব তখন সরাইল ষ্টেটে চাকরী করিতেন। তাঁহারা খুব উদ্যমের সহিত আহ্‌মদিয়াত প্রচার করিতে লাগিলেন ও দিন দিন জমাত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

জনাব হযরত মীর সাহেব যখন বয়াত করিলেন তখন তাঁহার নিজগ্রাম সরাইলেরও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক তাঁহার সহিত খুব কঠোর মোখালেফাত শুরু করিল এবং তাঁহাকে সর্বপ্রকারে বয়কট করিল। যখন চতুর্দিকে মোখালেকাতের তুমুল ঝড় বহিতেছিল, সেই সময় তিনি একদিন দ্বিপ্রহরে তাঁহার গ্রামের নিকটবর্তী অন্য এক গ্রাম দিয়া যাইতেছিলেন। পথে এক প্রতিপত্তিশালী লোকের প্ররোচনায় কতকগুলি ছেলে তাঁহার উপর ঢিল ছুড়ে; ইহাতে তাঁহার কোন শারীরিক ক্ষতি হয় নাই। ছেলেদের অভিভাবকগণ যখন এই কথা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে শাসায়, তখন তাহারা যে উক্ত ভদ্রলোকের প্ররোচনায় হযরত মীর সাহেবের প্রতি ঢিল ছুড়িয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহার কিছুদিন পর সেই ভদ্রলোক মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং মীর সাহেবের নিকট ঔষধ চান কারণ মীর সাহেব তখনও ডাক্তারী করিতেছিলেন। হযরত মীর সাহেব সেই ভদ্র লোকের বাড়ীতে যাইয়া বিনা ভিজিটে তাঁহাকে দেখেন ও বিনা পয়সায় ঔষধাদি দান করেন। সেই

ভদ্রলোক তাঁহার কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁর নিকট ক্ষমা চান ও দোয়া করিতে অনুরোধ করেন। হযরত মীর সাহেব তাঁহাকে মাফ করিয়া দিয়া তাঁহার রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করেন। তিনি সেই বারের জন্য হযরত মীর সাহেবের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। সেই ভদ্রলোকের এক ছেলে ফাইনাল মাদ্রাসা পরীক্ষা পাশ করা মৌলবী। তিনি বর্তমানে হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু এবং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে সত্য উপলব্ধি ও গ্রহণ করিবার তৌফিক দান করুন।

হযরত মীর সাহেব সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য লোকের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। শত্রুরাও তাঁহাকে গভীর বিশ্বাস করিত। একবার তাঁহার গ্রামের এক গয়ের আহ্মদী ভদ্রলোক গভীর রাত্রিতে তাঁহার নিকট অনেক টাকা আমানত রাখিতে আসিলেন। মীর সাহেব তাঁহাকে বলিলেন যে, "একে ত গভীর রাত্রি, তারপর কোন সাক্ষী নাই, আমার নিকট এতগুলি টাকা আপনি জমা রাখিতে আসিয়াছেন।" তিনি খানিক পরে একটু রাগ করিয়া বলিলেন, "যদি সকালে উঠিয়া আমি বলি, আপনি আমার নিকট কোন কিছু জমা রাখেন নাই।" তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনার মত সত্যবাদী লোক যদি এই কথা বলে, তবে আমি কাহাকেও কিছু বলিব না, জিন্দা কবরে চলিয়া যাইব। কারণ আপনার মত— সৎ, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী-লোক আজকালের জমানায় বিরল।" তখন মীর সাহেব সেই লোকটিকে বলিলেন "ভাই, দুনিয়াবী বিষয়ের জন্য আমি সত্যবাদী ও বিশ্বাসী রহিয়া গেলাম আর আহ্মদীয়াত গ্রহণ করিয়া আখেরাত হারাইয়া ফেলিলাম। এই আহ্মদীয়াত গ্রহণ করার জন্যই আজ এই গভীর রাত্রিতে আপনার অর্থশালী আত্মীয়-স্বজন থাকা সত্ত্বেও আপনি তাহাদের নিকট টাকা না রাখিয়া আমার নিকট বিনা সাক্ষীতে টাকা আমানত রাখিতে আসিয়াছেন।" তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "মীর সাহেব, আমরা ত আলেম নই, আলেম লোক আহ্মদীয়াতকে খারাপ বলে, তাই আমরাও বলি, আমরা এইসব কিছু বুঝি না।"

হযরত মীর সাহেবের শ্বশুর মরহুম জনাব হাফিজউদ্দিন ঠাকুর সাহেব বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বিত্তশালী লোক ছিলেন। জনাব ঠাকুর সাহেব মীর সাহেবের সততা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে চা বাগানের চাকরী হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া সমস্ত সম্পত্তি ও স্বীয় ছেলেমেয়ের ভার তাঁহার উপর ন্যাস্ত করেন। যদিও জনাব ঠাকুর সাহেবের অনেক বিত্তশালী আত্মীয় স্বজন জীবিত ছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাদের উপর ভার দেন নাই। এই চাকুরী ছাড়ায় হযরত মীর সাহেবের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়। এই কর্তব্য করিতে যাইয়া নিজের সংসার পরিচালনার জন্য তাঁহাকে আপন সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় করিতে হয়। ঠাকুর সাহেবের ছেলে-মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া বিবাহাদি দিয়া তাহারা যখন সাবালক হন তখন তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি অটুট অবস্থায় তাঁহাদের হাতে ফিরাইয়া দেন।

তাঁহার সত্যবাদীতার একটী ঘটনা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাছাড়ের চা বাগানের চাকুরী ছাড়িয়া দিবার কিছুদিন পর হযরত মীর সাহেব (রঃ) সরাইল কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে এক চাকরী গ্রহণ করেন। সেই সময় কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার ছিলেন বাংলার প্রথম লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যার ফেডারিক হেলিডের ছেলে মিষ্টার এম, এম হেলিডে। তিনি হযরত মীর সাহেব (রঃ)-কে একজন সত্যবাদী, সৎ ও নিষ্ঠাবান লোক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। সেইজন্য হযরত মীর সাহেব আহ্মদী মতবাদ গ্রহণ করার পর সরাইল ষ্টেটের কতিপয়

কর্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে খুব মোখালেফাত করিত। তিনি মোখালেফাতে অতিষ্ঠ হইয়া যখন মিষ্টার হেলিডিকে তাহাদের অত্যাচারের কথা জানাইতেন, তখনই মিষ্টার হেলিডি সাহেব তাঁহার উপরোক্ত কর্ম্মচারীদিগকে শাসন করিতেন। তখন দেশের সমস্ত লোক মিষ্টার হেলিডিকে আসিয়া বলিত, "হুজুর মীর সাহেব যাহা বলেন আপনি তাহা বিশ্বাস করেন?" তখন মিষ্টার হেলিডি বলিতেন, "মীর সাহেবের মত সৎ ও সত্যবাদী লোক মিথ্যা বলিতে পারেন না; তোমরা সব মিথ্যাবাদী।"

পূর্বে ৫৫ বৎসরের বেশী কেহ কোর্ট অব ওয়ার্ডে চাকুরী করিতে পারিত না। হযরত মীর সাহেবের (রঃ) বয়সের কোন রেকর্ড অফিসে ছিল না। হেলিডে সাহেব একদিন মীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মীর সাহেব বর্তমানে আপনার বয়স কত?" তিনি বলিলেন, "আমার বয়স ৫৫ বৎসরের বেশী।" তখন সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "মীর সাহেব, বাস্তবিকই আপনি সত্যবাদী। আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি চাকুরির খাতিরে, অপেনার বয়স ৫৫ বৎসরের কম বলিবেন যাহা সাধারণতঃ অন্যান্য লোকেরা বলিয়া থাকে।"

হযরত মীর সাহেব সমাজহিতৈষি ও মানবদরদী ছিলেন। তিনি কর্মজীবনে বহু গরীব ছেলের পড়াশুনার খরচ বহন করিয়াছিলেন।

আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করার পর এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করার জন্য তিনি সর্বপ্রকার কোরবানী করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি ও তাঁহার মুখলেসা বিবি উভয়েই তাঁদের সম্পত্তি ও আয়ের দশ ভাগের একভাগ ইসলামের প্রচারের জন্য ওয়াসিয়াত করিয়া দিয়াছিলেন।

একবার তাঁহার নিজগ্রাম সরাইলে সুবিখ্যাত আলেম ও বুজুর্গ হযরত ইব্রাহিম বাকাপুরি (রাঃ) [যিনি হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর সাহাবী ছিলেন] ও হযরত প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেব (রাঃ)-কে নিয়া তবলিগি জলসা করাইয়াছিলেন। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর অপর এক সাহাবী সুবিখ্যাত আলেম ও কুতুব হযরত পীর সিরাজুল হক নুমানিকে (রাঃ) নিয়া সরাইল এলাকার বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে আহ্‌মদীয়াতের বাণী পৌঁছাইয়াছিলেন। উপরোক্ত কুতুব আহমদীয়াত গ্রহণের আগে একজন বড় পীর ছিলেন ও তাঁহার লক্ষাধিক মুরিদ ছিল। তিনি খোদাকে পাইবার জন্য বহু সাধনা করিয়াছিলেন। জঙ্গলে জঙ্গলে ও বহু পীর বুজর্গের মাজারে মাজারে তিনি সাধনা করিতেন। পা উপর দিকে দিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া রাখিয়াও তিনি অনেকদিন খোদার নাম জপ করিয়াছিলেন। শেষে একদিন কাশ্‌ফি জগতে এক মহাপুরুষের চেহারা তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। সেই সময় দৈববাণী হয়, "খোদাকে পাইতে হইলে, তাঁহার কাছে বয়াত গ্রহণ কর।" আধ্যাত্মিক জগতে দেখা এই মহাপুরুষের সন্ধানের জন্য তিনি বহু পীরের নিকট ও বহু দেশে গমন করেন। ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে বাটালার দিক হইয়া পবিত্র কাদিয়ানের দিকে যাইতে থাকেন। যেন এক অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে পরিচালিত করিতেছিল। কাদিয়ান গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কোন পীর আছেন কিনা। লোকেরা বলিল, "ইহা জমিদার বাড়ী, এখানে কোন পীর নাই। তবে মস্‌জিদে একজন আছেন, যিনি এবাদতে মশগুল আছেন। তাহার সঙ্গে আপনি দেখা করিতে পারেন।" হযরত নুমানি সাহেব মস্‌জিদে গিয়া হযরত আক্‌দাস মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি আশ্চার্যান্বিত হইয়া গেলেন যে, তিনিই সেই মহাপুরুষ যাঁহার হাতে মুরিদ হইবার জন্য ঐশী আদেশ পাইয়াছিলেন। তিনি হযরত

আকদাস (আঃ)-এর নিকট বয়াত হইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বয়াত নিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ হইতে বয়াত নিবার কোন আদেশ পান নাই। শেষে আরো কয়েক বছর পর হযরত আকদাস (আঃ) যখন খোদাতায়ালার নিকট মামুর মিলাল্লাদ হইবার দাবী ও বয়াত গ্রহণ করার আদেশ প্রাপ্ত হন তখন আরো অনেক মহাপুরুষের সাথে পীর সিরাজুল হক নুমানি (রাঃ)-ও বয়াত গ্রহণ করেন। তাঁহার মত আরো অনেকের বয়াত হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) উপরোক্ত কারণে আগে গ্রহণ করেন নাই। এইভাবে হাদিসের এক ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল যে, লোকেরা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর নিকট বয়াত করিতে চাহিবে; কিন্তু তিনি খোদার আদেশ না পাওয়ার জন্য বয়াত নিবেন না। হযরত পীর সিরাজুল হক নুমানি সাহেব (রাঃ) ৪।৫ বার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আসিয়া আহ্‌মদীয়াত প্রচার করেন।

সেই সময়ে সরাইলের নিকটবর্ত্তী কালিকচ্ছ ও চুণ্টা গ্রাম বহু উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকের বাসস্থান ছিল। হযরত মীর সাহেব (রহঃ) মনে করিলেন যে, কালিকচ্ছ গ্রামে একটি উচ্চাঙ্গের জলসা করিলে আহ্‌মদিয়াতের তবলিগের খুব সুবিধা হইবে। সেই জলসার আয়োজন তিনি করিলেন কালিকচ্ছ নিবাসি স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দির ব্রাহ্ম মন্দিরে। ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দি বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের একজন বড় কর্ণধার ছিলেন। তাঁহার সহিত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যিক টলষ্টয় পত্রালাপ করিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দি সেই জলসার দিন ঠিক করিলেন ব্রাহ্মদের এক বাৎসরিক উৎসবের দিনে। ইহাতে হযরত মীর সাহেব খুব খুসী হইলেন। কারণ তিনি মনে করিলেন যে, সেই জলসায় হিন্দু ব্যতিত বহু গণ্যমান্য ব্রাহ্মও উপস্থিত থাকিবেন। তিনি ছাপান নিমন্ত্রণ পত্র কালিকচ্ছ ও চুণ্টার সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। সেই সভায় হযরত খান বাহাদুর আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব (রঃ), হযরত প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেব (রঃ) হযরত ইব্রাহিম বাকাপুরি সাহেব (রাঃ) হযরত ডিপুটী হুসাম উদ্দিন হায়দার সাহেব (রঃ) উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে অনেক আহ্‌মদী যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, হযরত প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেব (রঃ) ও হযরত ইব্রাহিম বাকাপুরি সাহেব (রাঃ)। প্রফেসার সাহেবের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "ওহি ও এলহাম" এবং হযরত বাকাপুরির বক্তৃতার বিষয় ছিল "প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দীর আগমন ও তাঁহার সত্যতার প্রমাণ"। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতেও দুইজন ভদ্রলোক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঢাকা হইতে আসিয়াছিলেন। সভায় বহু গণ্যমান্য হিন্দু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই দুই উলেমার বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শ্রবন করেন। সকলেই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রোতাদের মধ্য হইতে অনেকে বলিয়াছিলেন, "এরূপ উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক বক্তৃতা আমরা আর জীবনে শ্রবণ করি নাই।"

হযরত মীর সাহেব উচুদরের সমালোচকও ছিলেন। কালিকচ্ছ নিবাসি অবসর প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু দ্বিজদাস দত্ত একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন। পাক-ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা উল্লাস কর দত্ত ছিলেন তাঁহার ছেলে। বাবু দ্বিজদাস দত্ত "বেদ ও কোরআনের তত্ত্ব" নামীয় একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি ইসলামের তালাক ও আরবীতে দোয়া করার বিধানের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বিরূপ সমালোচনা করেন। হযরত মীর সাহেবের নিকটও একখানা পুস্তক পাঠানো হইল।

তিনি দ্বিজবাবুর সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র দেন। তিনি তাঁহার পত্রে লিখেন যে, ইসলামের তালাক প্রথা মানবতা বিকাশের একটা পন্থা। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের দুইটী সত্য ঘটনা বিবৃতি করিয়া তালাকের সার্থকতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। অত্র ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া অঞ্চলের এক খুব সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের একটি ভদ্র মহিলার সহিত এক ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবাহ হয়। সেই ভদ্র মহিলাটি দেখিতে সুশ্রী ছিলেন না। স্বামী বাসর রাত্রেই তাঁহাকে তালাক দিয়া চলিয়া যান। পরে সেই ভদ্র মহিলার তাঁহার এক সাব রেজেষ্টার আত্মিয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁহার সেই বিবাহে পাঁচটি পুত্র সন্তান হয়। তাঁহারা প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে একজন হাইকোর্টের জজ হন। সেই ব্রাহ্মণ বাড়িয়া এলাকারই একটি ভদ্র হিন্দু পরিবারের মেয়ের সহিত একটি শিক্ষিত হিন্দু যুবকের বিবাহ হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কিছুতেই বনিবনা হইল না। হিন্দু মতে তালাকের বিধান না থাকায় সেই ভদ্র মহিলার কিছুতেই বিবাহ বিচ্ছেদ হইল না। ইহার পরিণামে সেই মহিলাটিকে অন্য একটি যুবককে নিয়া এক কলঙ্কময় জীবনের দিকে জড়াইয়া পড়িতে হইল।

মাতৃ ভাষায় প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন যে, ইসলামের বিধান মতে মাতৃ-ভাষায় দোয়া করিবার কোন বাধা নাই। হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যদি একটি সুচও হারানো যায় তাহার জন্যও প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ ভাষায় প্রার্থনা করিতে পারে।

দ্বিজবাবু এই পত্রের কোন উত্তর দিলেন না।

হযরত মীর সাহেবের স্ত্রী মরহুমা জুবেদা বানুও একজন মহিয়সি মহিলা ছিলেন। স্বামীর সাথে তিনিও আহ্‌মদীয়াত কবুল করিয়া তাঁহাকে সকল বিপদ আপদে উৎসাহিত করিতেন। জমাতের জন্য তাঁহার দিল ছিল দরদে ভরা। তিনি তাঁহার সম্পত্তির ১/৩ অংশ ইসলাম প্রচারের জন্য ওয়াসিয়াত করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি ৯১ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। তাঁহার স্মৃতিফলক (কত্‌বা) রাবওয়ার বেহেসতি মকবেরায় আছে।

হযরত মীর সাহেব পাঁচ পুত্র বহু নাতি-নাত্‌নী রাখিয়া যান। তাঁহার পাঁচ পুত্রের নাম নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

১। জনাব মীর সিদ্দিক আলী সাহেব—
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

২। জনাব মীর ওসমান আলী সাহেব—
অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট-মাষ্টার

৩। মরহুম মীর রফিক আলী (রঃ) এম. এ. বি. টী.

৪। জনাব মীর মাহবুব আলী বি. এ.
অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটি ম্যাজিষ্টেট

৫। জনাব মীর হাবিব আলী সাহেব বি. এ. (ডিষ্ট্রিক্ট ফিজিকেল অরগেনাইজার)

মরহুম মীর রফিক আলী সাহেব এম. এ. বি. টি. পাকিস্তান হইবার কিছুদিন আগে ময়মনসিংহ জিলাস্কুলে শিক্ষকতা করার সময় জ্বররোগে এন্তেকাল করেন। তিনি আহ্‌মদীয়াতের জন্য জান-নিসার ছিলেন। তিনি কোরআনে অভিজ্ঞ একজন ভাল আলেম ছিলেন। আরবীতে তিনি এম, এ, পাশ করিয়াছিলেন। তিনি ভাল উর্দুও জানিতেন। তিনি "আহ্‌মদী" পত্রিকায় প্রায়ই উচ্চাঙ্গের ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখিতেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর জীবনের ঘটনা নিয়া "জিক্‌রে হাবিব" নাম দিয়া এক পুস্তক লিখিতেছিলেন যাহার কিছু অংশ আহ্‌মদীতে প্রকাশ পাইয়াছিল। ব্রাহ্মনবাড়িয়ার এক সালানা জলসায় উক্ত বিষয়ে তিনি একটি ইমানউদ্দীপক বক্তৃতাও প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯৪৫ ইংরাজী সনে আমি দিনাজপুরের ডিভেলাপ ডিপার্টমেন্টে রেঞ্জ ইনস্পেক্টর হিসাবে বদলি হইয়া যাইবার সময় তাঁহার সাথে ময়মনসিংহে শেষ দেখা করিয়া যাই। তাঁহার নূরানী চেহারা ও পবিত্র সংসর্গে কিছুক্ষণ থাকিলেও আমাদের ইমান সঞ্জিবিত হইত। তিনি বহুভাবে জমাতের খেদমত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জমাত অনেক কিছু আশা করিত। কিন্তু খোদার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল তাই চাকরি হইতে অবসর পাইবার আগেই তিনি তাঁর মওলার সন্নিধানে চলিয়া যান।

তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পর আমার বিবি তাঁহার বিধবা বিবিকে সান্তনা দিবার জন্য তাঁহার ময়মনসিংহস্থ বাসায় গমন করেন। তাঁহার বিবি বলিলেন যে, মরহুম হযরত মীর রফিক আলী সাহেব মৃত্যুর আগে অসুস্থাবস্থায় তাঁহার বিবিকে বলিলেন, "আমার চাঁদার যতগুলি রসিদ আছে, সবগুলি আমাকে দেখাও।" সব রশিদগুলি তাঁহার হাতে দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন, 'এই চাঁদার রশিদ হিসাব করিয়া যত টাকা হইয়াছে তত টাকা আমি আল্লার ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছি। আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কোন চিন্তা করিও না। আল্লাহ্, তোমাদেরকে দেখাশুনা করিবেন।" তাঁহার এক ছেলে ও কয়েকটী মেয়ে সকলেই উচ্চশিক্ষিত হইয়াছে ও তাঁহার পুত্র পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে ক্লাস 1 পোষ্টে চাকরি করেন; কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয় এত বড় নিদর্শন দেখিয়াও তাঁহার ছেলেমেয়েরা এখন দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছেন।

হযরত মীর সেকান্দর আলী সাহেবের অন্যান্য চার ছেলেও আহ্‌মদীয়াতের জন্য বিশেষ দরদ রাখেন। বিশেষতঃ তাঁহার বড় ছেলে মীর সিদ্দিক আলী সাহেব যিনি এখন বৃদ্ধ্যাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন সারাজীবন আহ্‌মদীয়াতের জন্য মহব্বত ও জোস প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনেকদিন বাজিতপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ভূতপূর্ব্ব মিনিষ্টার আবদুল করিম সাহেবের ভাই মরহুম মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেব ওরফে ফেলু মিঞা তাঁহার তবলিগেই আহ্‌মদীয়াত কবুল করেন। ফেলু মিঞা সাহেব কয়েক বছর হয় এন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি আহ্‌মদীয়াতের প্রেমে দেওয়ানা ও এস্‌কে এলাহিতে মস্‌গুল ছিলেন। বাজিতপুরের দেড় মাইল পূর্ব্বে বাহের নগরে তাঁহার বাড়ী ছিল। এই পরিবার বড়ই শরীফ ও খান্দানী বলিয়া পরিচিত। জনাব আবদুল জব্বার (রঃ) সাহেব আহ্‌মদীয়াত কবুল করিয়া বড়ই কোরবানী ও ত্যাগ বরন করেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলেই বড় বড় চাকরি করেন। আমার সঙ্গে তাঁহার বড়ই মহব্বত ছিল। তিনি বড়ই অতিথিপরায়ণ ছিলেন।

আল্লাহ্ তাঁহার আত্মার মাগফেরাত দান করিয়া জান্নাতুল ফেরদেউসে স্থান দান করুন।

আল্লার প্রেমিকদের স্মৃতি মনে আসিলে মন উতলা ও চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া যায়। তাঁহাদের ইতিহাস লিখিয়া শেষ করা যাইবে না।

হযরত মীর সেকান্দর আলী সাহেব (রঃ)-অত্যন্ত বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার উচ্চতা ছিল ৬ ফুট—১ ইঞ্চি। তাঁর ললাট ছিল প্রশস্ত ও উন্নত। গায়ের রং ছিল উজ্জল শ্যামলা। সাদা দাড়িতে তার উজ্জল চেহারা আরো রওশনময় করিয়া তুলিত।

আহ্‌মদীয়াতের এই মহীয়ান বীর সেনানী ১৯৩৯ সালে নিজগ্রাম সরাইলে এন্তেকাল করেন।—(ইন্না)

আল্লাহ্ তাঁহার ও আমাদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর দিগকে চিরকাল ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের খেদমত করিয়া জীবনকে ধন্য করিবার তৌফিক দান করুন।

—আমিন।

আইয়্যাম্-উস্-সোলেহ্

মূল—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

অনুবাদ—দৌলত আহ্মদ খাঁ খাদিম

প্রশ্ন—হাদিসের মধ্যে যে দুই হুলিয়ার বর্ণনা আছে, তাহার একটি খাব (স্বপ্ন) এবং অপরটি কাশফ (দিব্য-দৃষ্টি)। সুতরাং স্বপ্নের নিয়ম অনুসারে এক আকৃতিই দুই আকৃতির মত দৃষ্টি গোচর হইতে পারে।

উত্তর—রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্ণতম এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাশ্ফ সম্বন্ধে ইহা (এইরূপ মত) কুধারণার নামান্তর মাত্র। সমস্ত এসলামী ফেরকার সর্ববাদী সম্মত মত এই যে, পয়গম্বরে খোদা (সাঃ)-এর কাশ্ক এবং খাব সমূহ অহি (ঐশীবাণী) বিশেষ। যদি অহি সম্বন্ধে মতানৈক্যে সৃষ্টি হয়, তবে সমস্ত শরীয়ত উল্ট-পাল্ট হইয়া যায়। সুতরাং আঁ-হযরতের (সাঃ)-স্বপ্ন-সমূহ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করা ঘোর অশিষ্টতা বটে। ইহা হইতে তওবাহ করা উচিত। যদি নবুওয়তের অহিতে এমন একরূপ এবং অন্য সময় অন্যরূপ বর্ণনা হয় তবে শান্তি তিরোহিত হয়। আল্লাহ্-তায়ালা বলিতেছেন ঃ—

لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

[যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে ইহাতে প্রচুর বহু-বিরোধ দেখিতে পাইতে—অনুবাদক]।

প্রশ্ন—প্রত্যেক নবীর সাক্ষ্য নবীই দিয়া আসিতেছেন।

উত্তর—ইহা একটি স্ব-কপোল কল্পিত নিয়ম বটে। ইহার সমর্থনে কোরআন বা হাদিসে কোন উক্তি পাওয়া যায় না। যদি ইহা সত্য হয়, তবে মানিতে হইবে যে, যখন ঈসা (আঃ)-আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন তখন তাঁহার পরে তাঁহার সত্যতা প্রমাণের জন্য অপর একজন নবীর আবির্ভাব হইবে কেননা তিনি প্রকৃত ঈসা (আঃ)-কিনা, তাহা কি করিয়া বুঝা যাইবে? *

এই পৃথিবী ইমান বিল গায়েবের (অদৃশ্য) উপর বিশ্বাসের স্থান। যে কেহই আবির্ভূত হউন না কেন কিছুনা-কিছু আবরণ নিশ্চয়ই থাকিবে। তখন সেই নবীর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য অপর একজন নবীর আবির্ভাব হওয়া চাই। সেই অবস্থায় এক ক্রমানুবর্তিতার সৃষ্টি হইবে, অথচ ইহা মিথ্যা এবং যে ব্যাপার অবিসংবাদিত-রূপে মিথ্যা, তাহাও মিথ্যা বটে। এতদ্ব্যতীত কোরআন ও হাদিসের উক্তি অনুসারে কেরামতের অধিকারী মহাপুরুষদের সত্যতা অলৌকিক কাণ্ডের অধিকারী মহাপুরুষদের সত্যতা স্বরূপ। কেননা কেরামত ও অনুসৃত রসুলের অলৌকিক কাণ্ড বিশেষ এবং সহি হাদিস অনুসারে মোহাদ্দেসগণের নিকট প্রেরিত বাণী সমূহ ও অহি নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং

---

* বিশেষতঃ হাদিসে এই কথাও আছে যে, মাহ্দী এবং তাঁহার সমস্ত জামায়াত মসিহ্ মওউদ প্রমুখ ব্যক্তিকে কাফের বলা হইবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তোমাদের স্বীকৃতি অনুসারে অপর এক নবীর আগমন একান্ত আবশ্যক যেন অস্বীকারকারী উলামাবৃন্দকে অবিশ্বাসী এবং অস্বীকারকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে এবং ঈসা (আঃ)-কে সত্য নবী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন।

নবীগণ (আঃ)-এর অহির মধ্যে শয়তানের হস্তক্ষেপ-শূন্য এবং খোদার অহি বটে। এবং যখন তাহাও খোদার অহি তবে যাহা খোদার মুখ নিসৃত হয়, তাহার সাক্ষ্য সেইরূপই হইবে যেমন নবীগণ (আঃ)-এর সাক্ষ্য হইয়া থাকে। তারপর ইহাও বিবেচনা কর যে, পৃথিবীতে কোন মোসলমানের কি এরূপ বিশ্বাস থাকিতে পারে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মসিহ্ মওউদ আগমন না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওৎ সংসয়াকুল থাকিবে এবং মসিহ্র সাক্ষ্যের সাপেক্ষ হইয়া থাকিবে? অ র যদি ধরিয়া লই যে, মসিহ্ আগমন করিবেন না এবং সাক্ষ্যও দিবেন না তবে কি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুয়্যৎ সন্দিগ্ধ এবং সংশয়াকীর্ণ রহিবে।

نعوذ باللہ من الخرافات و التفریات

[অর্থ—আমরা এরূপ কুবিশ্বাস এবং অবিশ্বাস হইতে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি।—অনুবাদক) ইহা কিরূপ এক অসার কল্পনা? প্রায় অবিশ্বাসেরই নামান্তর মাত্র। মসিহ্ মওউদের আগমন এই জন্য নয় যে, নাউযুবিল্লাহ্, এখনও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়াৎ প্রমাণিত হয় নাই, তাঁহার সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইবে। বরং (তাঁহার আগমন) সেই জন্য হইবে যে, তিনি মোজাদ্দেদগণের আকারে আবির্ভূত হইবেন এবং খৃষ্ট ধর্মজাত বিভ্রান্তি তিরোহিত করিয়া পৃথিবীতে তৌহীদ (একেশ্বরবাদ) এবং একেশ্বর বাদ মূলক ধর্ম বিশ্বাসের গৌরব প্রকাশ করিবেন।

প্রশ্ন—আমাদের নবী (সাঃ)-এর নবুওয়াতের জন্য একজন সাক্ষী নবীর আবশ্যকতা আছে?

উঃ—এইরূপে সেই সাক্ষী নবীর নবুওয়াতের জন্য আবার আর এক নবী আবশ্যক এবং ইহার আর শেষ নাই। শত ধিক সেই সব লোকের ইমানের উপর যাহাদের মতে এখনও আমাদের নবী (সাঃ)-এর নবুওয়্যত প্রমাণিত হয় নাই বরং যখন মসিহ্ আসিয়া সাক্ষ্য দিবেন তখন প্রমাণিত হইবে।

প্রশ্ন—মসিহ্ নবী হইয়া আবির্ভূত হইবেন না, উম্মতী (অনুসারী) হইয়া আসিবেন; কিন্তু নবুওয়্যত তাঁহার মর্য্যাদা ভুক্ত হইবে।

উঃ—যখন তিনি নবুওয়্যতের মর্য্যাদার অধিকারী হইবেন এবং আল্লাহ্র জ্ঞানে তিনি নবী হইবেন, তখন একথা সন্দেহাতীত যে পৃথিবীতে তাঁহার আগমন নবুওয়্যতের বিরোধী হইবে। কেন না প্রকৃত পক্ষে তিনি নবী এবং কোরআন অনুসারে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর কোন নবীর আগমন নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন :—নবীর মসিল (প্রতিচ্ছবি) নবী হইয়া থাকেন।

উঃ—সমস্ত মোসলমানজাতির সর্ববাদী সম্মত মত এই যে, মসিল (প্রতিচ্ছবির) আকারে অ-নবীও নবীর স্থলবর্তী হইয়া যান।

علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل

অর্থাৎ—'আমার অনুসারীদলের উলামাগণ বনি ইস্রাইলদের নবী-সদৃশ' এই হাদিসের অর্থ ইহাই। দেখ, আঁ-হযরত (সাঃ) ওলামাদিগকে নবী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। আর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, উলামাগণ নবীদিগের উত্তরাধিকারী। আর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদাই চল্লিশ ব্যক্তি ইব্রাহিম চিত্তের অধিকারী হইবে। সেই হাদিসে আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহাদিগকে ইব্রাহিমের মসিল (প্রতিচ্ছবি) বলিয়া রায় দিলেন। আল্লাহ্-তা'লা কোরআন শরীফে বলিতেছেন :—

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم

[অর্থ—আমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত কর, হাঁ, ঐ সমস্ত লোকদের পথে যাঁহাদের উপর তোমার আশিস বর্ষিত হইয়াছে—অনুবাদক।] এস্থলে সমস্ত তফসিরকারদের মত এই যে,

صراط الذين انعمت عليهم

[অর্থ—ঐ সমস্ত লোকদের পথ যাহাদিগকে আশিস দান করিয়াছ—অনুবাদক] দ্বারা নবীগণ সদৃশ ব্যক্তি বুঝায় যাহা অনুসরণের প্রকৃত মর্ম। আর সুফীদের ধর্ম মত এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ বিশ্বাস, কার্য্য এবং চরিত্রের দিক দিয়া নবী (আঃ)-দের সঙ্গে এরূপ সাদৃশ্য লাভ না করে যে, নিজে তাহাই বলিয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইমান কামেল (পূর্ণ) হয় না এবং মর্দে সালেহ (ধার্মিক ব্যক্তি)-ও হইতে পারে না। সুতরাং ধর্মের পুস্তকাবলী দেখার পূর্বেই দুনিয়াদারদের মোকদ্দমা-বাজির মত মনগড়া যুক্তি পেশ করা বড় জুলুম এবং বিশ্বাসঘাতকতা বটে। দুনিয়াতে নিজেদের প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠার জন্য খোদা নবী (আঃ) দিগকে পাঠাইয়াছেন। যদি তাহাই না হইত তবে নবুওয়্যত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইত। নবীগণ এই জন্য আসেন না যে, তাঁহাদের পূজা হউক বরং নবীগণ এই জন্য আসেন যে, লোকে তাঁহাদের অনুসরণ করিবে এবং তাঁহাদের সহিত সাদৃশ্য লাভ করিবে এবং তাঁহাদিগেতে বিলীন হইয়া যেন তাঁহারাই হইয়া যাইবে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

অর্থ ঃ—বল, (হে মোহাম্মাদ) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ভাল বাসিবেন—অনুবাদক] অতএব খোদা যে ব্যক্তিকে ভাল বাসিবেন এমন কি কোন আশিস আছে, যাহা তাঁহার নাগালের বাহিরে থাকিবে? আর অনুসরণের তাৎপর্য্য আত্ম-বিলোপের নামান্তর মাত্র বটে যাহা প্রতিচ্ছবির মর্যাদায় পৌঁছাইয়া দেয়। আর এই কথা সর্বজন স্বীকৃত; ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ঘোর অজ্ঞ অথবা নাস্তিক বেদীন বটে।

প্রশ্ন—মসিহ্‌র দ্বিতীয় আগমনের এক দলিল এই যে. আল্লাহ্‌তা'লা বলেন

وجيها فى الدنيا و الاخرة

(অর্থাৎ ইহপরকালে সম্মানিত)। যে যুগে হযরত মসিহ ইহুদীদের জন্য আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি সম্মান লাভ করেন নাই। তদ্দরুণ মানিতে হয় যে, তিনি আবার আগমন করিবেন তখন তিনি পৃথিবীতে পার্থিব সম্মান লাভ করিবেন।

উত্তর—এই ধারণা সম্পূর্ণ অসার। পৃথিবীবাসীদের নিকট সম্মানিত কোরআনে এই বাক্য নাই; সাংসারিক এবং সংসারের কুকুরদের নিকট তো কোন নবীই সম্মানের পাত্র হন নাই। কেননা, তাহারা কোন নবীকেই স্বীকার করে নাই। গ্রহণকারীরের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সহায় সম্বলহীন দরিদ্র জনেরা। সংসারে যাহাদের প্রতিপত্তি অতি অল্পই ছিল। সুতরাং আয়েতের অর্থ এই নয় যে, প্রথম যুগে ইসা (আঃ)-কে দুনিয়ার বিত্ত সম্পত্তিশালী এবং ক্ষমতাসীন লোকেরা গ্রহণ করে নাই; কিন্তু দ্বিতীয় বার গ্রহণ করিবে। বরং কোরআনের প্রচলিত নিয়মানুসারে আয়েতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংসারেও সাধু সজ্জনদের মধ্যে মসিহ্‌র সম্মান এবং সম্ভ্রম হইয়াছে যেমন ইয়াহিয়া নবী সদল বলে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আরও অনেকে সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং কেয়ামতেও সম্মান প্রকাশ পাইবে। আমি বলি, এখনও কি হযরত ইসা (আঃ)-এর পার্থিব সম্মান লাভ হয় নাই? অথচ চল্লিশ কোটি লোক তাঁহাকে খোদা বলিয়া স্বীকার করে। সম্মান-লাভের জন্য কি জীবিত থাকা প্রয়োজন হয় এবং মৃত্যুর পরে কি সম্মান বিনষ্ট হয়? তা ছাড়া হযরত ইসা (আঃ)-এর পক্ষে পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করা কোন প্রকারেই সম্মানের কারণ নয়, কেন না

আপনাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে তিনি স্বীয় অবস্থা এবং মর্য্যাদা-চ্যুত হইয়া আগমন করিবেন, উম্মতী হইয়া ইমাম মাহ্‌দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, মুক্তাদী হইয়া তাঁহার পাছে নামাজ পড়িবেন সুতরাং ইহা কি সম্মান হইল? বরং ইহাতে ব্যাপার হইয়া পড়ে উলটা এবং এক গৌরবান্বিত নবীর অবমাননার কারণ।

এরূপ বলিয়া তিনি যে, তত্তাবৎ ব্যাপারকে নিজের গৌরব মনে করিবেন, উহা সম্পূর্ণ অসার ধারণা বটে। কিন্তু যদি তিনি আকাশ হইতে অবতরন না করেন তবে ইহা তাঁহার জন্য গৌরবের বিষয় বটে। আল্লাহ্-তায়ালা বলেন ঃ—

فی مقعد صدق عند مليك مقتدر

[অর্থাৎ—তিনি শক্তিশালী প্রভুর নিকটে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন।—অনুবাদক]।

মোটের উপর প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কোন সম্মান নাই বরং শেখ শা'দীর কথায়.

سخت است پس از جاه تحکم بردن

অর্থাৎ - অতএব প্রভুত্বের মর্য্যাদা হইতে অপরের আজ্ঞাধীন হইয়া ইসলামের সেবা করিবেন।. আর মোজাদ্দেদ [হযরত আহ্‌মদ সরহিন্দি (রহঃ)] সাহেব তাঁহার মক্‌তুবাতে লিখিতেছেন যে, ইসলামের উলামা সম্প্রদায় তাঁহার অস্বকীরকারী হইবেন এবং তাঁহার উপর আক্রমণোদ্যত হইবেন।" দেখ, ইহা বেশ সম্ভ্রমের কথা যে, ছোট ছোট মোল্লারাও বিরোধিতা করিতে দণ্ডায়মান হইবে এবং আছার অর্থাৎ রেওয়ায়েৎ হইতে জানা যায় যেমন হুজাজুল কেরামায়ে লিখিত আছে যে, তাঁহাকে কাফের বলা হইবে কেননা মাহ্‌দী এবং তাঁহার জমাতের উপর কুফরের ফতুয়া লিখিত হইবে এবং মোসলমান উলামাগণ তাঁহাকে কাফের কাজ্জাব এবং দজ্জাল খেতাব দিবে। সুতরাং প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী যখন সদল বলে কাফের এবং দজ্জাল বলিয়া কল্পিত হইবেন তাহাতে নিশ্চিত জানা যায় যে, প্রতিশ্রুত মসিহে্‌র উপরও কুফ্‌রের ফতুয়া লাগিবে; কেননা তিনি মাহ্‌দী এবং তাঁহার জমাত হইতে ভিন্ন হইবেন না। এখন দেখুন, মসিহ্‌ রেওয়ায়েৎ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নালায়েক বদবখ্‌ত এবং অপবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট মৌলবীরা প্রতিশ্রুত মসিহ্‌কে কাফের বলিয়া সাব্যস্ত করিবে এবং তাঁহার সম্বন্ধে কুফ্‌রের ফতুয়া লিখিত হইবে। এখন ন্যায়নিষ্ঠভাবে চিন্তা করুন। এই কি সেই মাণ সম্ভ্রব যার জন্য মসিহ্‌র দ্বিতীয় বার আগমন আবশ্যক? অবজ্ঞাত এবং লাঞ্ছিত মোল্লাদের গালি খাওয়া এবং কাফের ও দজ্জাল বলিয়া কথিত হওয়াই কি সম্মান? সহি রেওয়ায়েৎ হইতে প্রমাণিত হয় যে, অপবিত্র মোল্লাদের হাতে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র যে পরিমাণ অবমাননা হইবে এবং নাপাক-স্বভাব মৌলবীদের মুখে তিনি যে পরিমাণ কাফের, ফাসেক এবং দজ্জাল শব্দগুলি শুনিবেন তাহা চরম অবমাননাকর হইবে, যাহা অপবিত্র স্বভাব ফতুয়া-লেখক মৌলবীরা করিবে এবং সেই সমস্ত মৌলবীদের উপর খোদার ক্রোধ বর্ষিত হইবে। সহিহ্‌ রেওয়ায়েতে লিখিত আছে যে, মসিহ্‌ মওউদের যুগের মৌলবীরা পৃথিবী পৃষ্ঠের সমস্ত মানুষ হইতে নিকৃষ্ট এবং অপবিত্র হইবে কেননা তাহারা মসিহ্‌ সদৃশ সাধু ব্যক্তিকে কাফের ও দজ্জাল বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। মোটের উপর মৌলবীদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ যে. ইজ্জত এবং মান সম্ভ্রম পাইবেন, তাহা হইল এই। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার নিকটে, খোদার ফেরেশতাদের নিকটে। সাধুসজ্জনদের নিকটে মান-সম্ভ্রমলাভ করেন। তিনি যদি অপবিত্র অজ্ঞলোকদের নিকট কাফের ও দজ্জাল হন, তবে ইহাতে তাহার ক্ষতি কি?

চন্দ্র আলো বিতরন করে আর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, কুকুরকে জিজ্ঞাসা কর চন্দ্রের সঙ্গে তোর কি শত্রুতা রে? আর ইহাও বিবেচনা কর যে, যদি মান-সম্ভ্রম লাভের শর্ত এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়াদার লোকের অনুবর্তী হইবে এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে তবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লাম যখন মক্কা হইতে কাফেরদের হস্তে বহিষ্কৃত এবং উৎপীড়িত হইয়াছিলেন তখন কি তিনি সম্মানিত ছিলেন না? এবং মক্কা বিজয়ের পরে (মাত্র) সম্মানিত হইয়াছিলেন? মোটের উপর আপনার এই আপত্তি ধর্মনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দূর দর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং সাংসারিকতা এবং আধ্যাত্মিকভাবে অনুষ্ঠানের পুতিগন্ধময় ধারণা-প্রসূত হইয়াছে। অনেক এমন নবী দুনিয়ায় আসিয়াছেন যাহাদিগকে দুইজন লোকও গ্রহণ করে নাই, তবে কি তাঁহারা সম্মানে ছিলেন না? আর হযরত মসিহ্ (আঃ) কবে স্বীকৃতি-শূন্য ছিলেন? শত শত লোকে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইয়াহিয়া (আঃ) নিজের সমস্ত অনুবর্তিগণ সহ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাওয়ারিগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় যে, জনৈক রাজাও তাহাকে স্বীকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টানগণও এই কথা স্বীকার করে। তবে ইহা অপেক্ষা বেশী আর কি সম্মান হইবে? এই সম্মান তো তিনি নিজের জীবদ্দশাতে লাভ করিয়াছিলেন। এমনকি বাইবেলে লিখিত আছে শত শত অভাবগ্রস্ত লোক অভাব-পূরণের জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং জনতার দরুণ কোন কোন সময় তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া মুসকিল হইত এবং যদিও কোন কোন ঈহুদী মৌলবী তাঁহাকে কাফের বলিয়াছিল, তথাপি যেরূপ জোরেশোরে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র তাক্‌ফীর হইয়াছে—এরূপ তাক্‌ফীর হযরত ঈসার হয় নাই বরং বাইবেল হইতে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ কাফের মনে মনে হযরত ইসাকে সম্মান করিত এবং তারপর মৃত্যুর পর তো এরূপ সম্মান হইল যে, তাঁহাকে খোদা বানান হইল। আর আমাদের মুখালেফ মৌলবীদের তো ইহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, তাহারা জীবদ্দশায়ই খোদা হইবার সম্মানও দেখিয়াছেন এবং দেখিতেছেন, কেননা তাহাদের আত্মবিশ্বাস অনুসারে তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং ইউরোপের সমস্ত শক্তিশালী রাজন্যবর্গ তাঁহাকে মহাগৌরবশালী খোদা বলিয়া মানেন। অপর কোন মানুষের কি এরূপ সম্মান লাভ হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ—সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করেন নাই। (ইহা আমার উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ বটে।)

উত্তর ঃ—এই আপত্তিতে আপনার শরীয়ত জ্ঞানের বহর বুঝা গেল। আপনার মতে হজ্জের প্রতিবন্ধক মাত্র একটি, তাহা হইল পথ খরচ না থাকা। আপনি যেহেতু সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে নিজের জীবন নষ্ট করিয়াছেন সেইহেতু কোরআন, হাদিস এবং ফেকাহর গ্রন্থ-সমূহে লিখিত এইরূপ সহজ সরল মস্‌আলা (সমস্যা)-ও আপনি অবগত নন যে, হজ্জের প্রতিবন্ধক শুধু পথ-খরচ নয়, বরং আরও অনেক ব্যাপার আছে যাহা আল্লাহর দৃষ্টিতে হজ্জ না করার সঠিক ওজর (আপত্তি) হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি অন্যতম। অধিকন্তু যে অবস্থায় রাস্তায় বা খাস মক্কায় মধ্যে শান্তির অবস্থা না থাকাও আর একটি। আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেন ঃ—

من استطاع اليه سبيلا -

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, একদিকে অহিতাকাঙ্খী উলামাগণ মক্কা হইতে ফতুয়া আনিতেছেন যে, এই ব্যক্তি কাফের এবং তারপর বলে যে, হজ্জ করিতে যাও। অথচ নিজেরাই জানে যে, যখন মক্কাওয়ালারা কুফরের ফতুয়া দিয়াছে, তখন মক্কা অশান্তি-শূন্য নয়। ওদিকে খোদা বলিতেছেন যেস্থানে ফেৎনা আছে, সেইস্থানে যাওয়া হইতে নিবৃত থাক। সুতরাং আমি বুঝিতে

পারি না যে, ইহা কিরূপ আপত্তি। এই সমস্ত লোক এই কথাও জানে যে, যে ফেৎনার সময় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসালাম কখনও হজ্জ করেন নাই এবং হাদিস ও কোরআন হইতে প্রমাণিত হয় যে, ফেৎনার স্থানে যাওয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা। একদিকে মক্কাবাসীদের মধ্যে আমার কুফর প্রচার করা এবং পুনঃপুন হজ্জ সংক্রান্ত আপত্তি তোলা, ইহা কি প্রকার দুষ্টামি। তাহাদের দুষ্টামি হইতে আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আমার হজ্জ সম্বন্ধে এদের এত মাথাব্যথা হইল কেন। ইহার মধ্যে এই ছাড়া আর কোন রহস্য নাই যে, আমার সম্বন্ধে ইহারা মনে মনে এই অভিসন্ধি করিয়াছে যে, ইনি মক্কায় যাউক এবং পেছনে পেছনে কয়েকজন দুষ্ট লোক মক্কায় গিয়া এই হট্টগোল শুরু করুক যে, এই ব্যক্তি কাফের, তাহাকে হত্যা করা হউক। তথাপি আল্লাহ্‌র হুকুম হইলে এই সমস্ত সতর্কতাকে গ্রাহ্য করা হইবে না।

কিন্তু ইহার পূর্বে শরীয়তের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য এবং নিরাপত্তাহীন স্থান-সমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা নবিগণ (আলায়হিস সালাম)-দের চিরাচরিত রীতি। মক্কার শাসন ক্ষমতা ঐ সমস্ত লোকদের হাতে যাহারা কুফরের ফতুয়া দান-কারীদের মতাবলম্বী। যখন এই সমস্ত লোক আমাকে হত্যার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে, তখন ঐ সমস্ত লোক আমাকে উৎপীড়ন করিতে কোন কসুর করিবে কি? এবং আল্লাহ্‌ বলিতেছেন: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة (অর্থঃ—স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।) সুতরাং যদি দেখিয়া শুনিয়া ধ্বংসের দিকে পদক্ষেপ করি এবং হজ্জে যাই, তবে আমি গুনাহ্‌গার হইব। আর খোদার আদেশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা পাপ বিশেষ। হজ্জ করা কতগুলি শর্ত সাপেক্ষ, কিন্তু নিরাপত্তা হীনতা এবং ধ্বংস হইতে আত্ম-রক্ষা করার পক্ষে চূড়ান্ত আদেশ রহিয়াছে। ইহার সহিত কোন শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই। এখন নিজেরাই চিন্তা কর, আমি কি কোরআনের স্পষ্ট শর্তবিহীন আদেশের অনুসরণ করিব না? শর্ত প্রমাণিত হওয়া সত্বেও যাহার সহিত শর্ত আছে সেই হুকুমের অনুসরণ করিব?

এতদ্ব্যতীত আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনারা আমার এই প্রশ্নের জবাব দিন যে, যখন মসিহ্‌ মওউদ আবির্ভূত হইবেন তখন মোসলমান দিগকে দজ্জালের ভয়ানক চক্রান্ত হইতে রক্ষা করা তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইবে না, আবির্ভূত হওয়া মাত্র প্রথমে তিনি হজ্জ করিতে ছুটিয়া যাইবেন। যদি কোরআন এবং হাদিসের উক্তি অনুসারে মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর প্রথম কর্তব্য হজ্জ করা হইয়া থাকে এবং দজ্জালের বিনাশ না হইয়া থাকে তবে ঐ সমস্ত আয়েত এবং হাদিস দেখান উচিত যেন তদনুসারে কার্য্য করা যায়। আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে মসিহ্‌ মওউদ যে প্রধান কর্তব্য কর্ম আদিষ্ট হইয়া আসিবেন যদি তাহা দজ্জাল বধ হইয়া থাকে (আমাদের মতে যাহার অর্থ হইল যুক্তি প্রমাণ এবং ঐশী নিদর্শনাদি দ্বারা মিথ্যা ধর্মাবলম্বীর বিনাশ সাধন বটে) তবে সেই কার্য্য প্রথমে সাধন করাই তাঁহার কর্তব্য হইবে। যদি কিঞ্চিৎ আল্লাহ্‌র ভয় এবং সাধুতা থাকিয়া থাকে তবে অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দিন যে, মসিহ্‌ মওউদ পৃথিবীতে আগমন করিয়া প্রথমে কোন কর্তব্য সম্পাদন করিবেন? প্রথমে কি হজ্জ করা তাঁহার কর্তব্য হইবে, না, প্রথমে তিনি দজ্জালী উৎপাতের ধ্বংস-সাধন করিবেন। ইহা এমন কোন সুক্ষ্ম প্রশ্ন নয়। সহি বোখারী অথবা মুসলিম দেখিলে ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। যদি রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসালামের এই সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, মসিহ্‌ মওউদের প্রথম কর্তব্য হইবে হজ্জ সম্পাদন, তবে ধরিয়া লও আমি যে কোন অবস্থাতে হজ্জে যাইব। যাহা হইবার হইবে। কিন্তু মসিহ্‌ মওউদের প্রথম কর্তব্য হইল দজ্জালী উৎপাতের উৎপাটন। সুতরাং এই

কার্য্য হইতে অবকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত হজ্জ অভিমুখী হওয়া নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীত। আমাদের তো হজ্জ সেই সময় হইবে যখন দজ্জালও অধর্ম এবং কুপ্রচারণা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বয়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র গৃহ) প্রদক্ষিণ করিবে। *

কেননা সহি হাদিস অনুসারে তাহাই মসিহ্ মওউদের হজ্জ করিবার সময় হইবে। দেখুন সেই হাদিস যাহা মুসলিমে লিখিত আছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-মসিহ্ মওউদ এবং দজ্জালকে নিকটবর্তী সময়ে হজ্জ করিতে দেখিয়াছেন। এই কথা বলিও না যে, দজ্জাল বধ হইবে। কেননা মসিহ্ মওউদের হাতে যে স্বর্গীয় অস্ত্র আছে, তাহাতে কাহারও শরীর বধ হয় না। বরং তিনি তাহার অধর্ম এবং মিথ্যা আপত্তি-সমূহ বধ করিবেন এবং পরিশেষে দজ্জালের একদল ইমান গ্রহণ পূর্বক হজ্জ করিবে। সুতরাং যখন দজ্জালের মনে ইমান এবং হজ্জ করিবার ইচ্ছা জন্মিবে সেই দিনই আমারও হজ্জ হইবে। এখন তো আমার প্রথম কর্তব্য যাহার জন্য খোদা আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; দজ্জালের বিভ্রান্তি দূরীভূত করা। কোন ব্যক্তি কি তাহার মনিবের ইচ্ছার বিরোধী কার্য্য করিতে পারে?

প্রশ্নঃ—আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হইয়াছে।

উত্তরঃ—لعنة الله على الكذبين অর্থঃ—মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হউক। আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী শর্ত সাপেক্ষ ছিল এবং শর্তের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার এই অভিপ্রায় ছিল যে, আথম উহার উপকার লাভ করুক। অধিকন্তু অপরিপক্ক লোকদেরও পরীক্ষা হউক। সুতরাং আথম মনে মনে অনুতপ্ত হইয়া এবং অনুতাপের লক্ষণ দেখাইয়া শর্তের উপকার লাভ করিয়াছে। শপথ গ্রহণ এবং নালিশ করিতে সে অস্বীকার করিয়াছিল। অতঃপর ঐশীবাণী অনুসারে আমার শেষ ইশতাহারের ছয়মাস পরে সে মৃত্যুলাভ করিয়াছিল। যদি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে এখন আথম কোথায়? হে অবিচারী লোকগণ! আমি তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ কত বুঝাইব? ঐ সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা দেখ, যাহা আমি আথম সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছি। খোদা তাঁহার বাণী অনুসারে আথমকে মারিয়াছেন। খোদা আথমকে মাটিতে মিশাইয়া দিয়াছেন, আর তোমরা বলিতেছ যে, ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়াছে। ইহা কি রকমের বুঝ, তাহা ভাবিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। এই সমস্ত মনের কি হইয়াছে এবং উহার উপর কিরূপ আবরণ পড়িয়াছে? এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তো আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) সংবাদ

* এস্থলে কেহ এই আপত্তি করিবেন না যে, ইজালায়ে আওহামে লিখিয়াছি যে, দজ্জাল অসদুদ্দেশ্যে তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিবে যেমন চোর অসদুদ্দেশ্যে গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরে। এই উক্তি ইহার বিরোধী বটে, কেননা আসল দজ্জাল হইল একটি অশান্তি উৎপাদনকারী দলের নাম যাহারা পৃথিবীতে পৌত্তলিকতা এবং অপবিত্রতা বিস্তার করিতে চায়। অতএব কোরআন এবং হাদিসাবলীর প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, যদিও দজ্জালদের একদল মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই চিন্তায়ই মগ্ন থাকিবে যে, সত্য ধর্মের ক্ষতিসাধন করিবে এবং তাহাদের প্রদক্ষিণ চোরের প্রদক্ষিণ সদৃশই হইবে যাহারা নিশাকালে গৃহ-সমূহের চতুর্দ্দিকে ঘুরা-ফিরা করে, কিন্তু যে দলকে আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি এবং হেদায়েত দান করিবেন, তাহাদের তওয়াফ বিশ্বাস এবং হেদায়েৎ পাওয়ার ফলে হইবে। সুতরাং হাদিসের আসল অর্থ এই যে, দজ্জালের তওয়াফ (দজ্জালের প্রদক্ষিণ) দুই প্রকারেই পূর্ণ হইবে। সে মতে বাহ্যিক ঘটনাবলীও তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। কোন কোন খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত বোধ হইতেছে এবং মনে মনে তাহারা খৃষ্ট-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং কেহ কেহ (চো[illegible] মত খানায়ে কা'বার ধ্বংস-চিন্তায় মগ্ন আছে এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে।

দিয়াছিলেন এবং অস্বীকারকারীদের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর বারাহীনে আহ্‌মদীয়াতেও দীর্ঘকাল পূর্বে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। শর্ত অনুসারে আথমের জীবিত থাকা কি আবশ্যক ছিল না? হাঁ, চূড়ান্ত ঐশী-বাণী অপর একটি ছিল, যাহার পরে সে অতি শীঘ্র মৃত্যুলাভ করিয়াছিল। মোটের উপর, খোদার কার্য্য দেখ যে, তিনি নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আথমকে ছাড়িলেন না। ঐ সমস্ত লোকের প্রতি আপশোস যাহারা এইরূপ স্পষ্ট নিদর্শনের প্রতিও বিমুখ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন:—লেখরাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাহার নিহত হইবার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

উত্তর:— لعنة الله على الكذبين অর্থ—মিথ্যা-বাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হউক। আসুন, আমার সাক্ষাতে আমার গ্রন্থাবলী দেখুন, যাহাতে বিভিন্ন স্থানে এই ভবিষ্যদ্বাণী সন্নিবেশিত আছে। তারপর যদি স্পষ্টত প্রমাণিত না হয়, তবে আপনাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রশ্ন:—ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে লেখরামের অবমাননা হয় নাই, বরং সে শহীদে কওম খেতাব পাইয়াছে। তাহার পোষ্যদের জন্য হাজার হাজার টাকা চাঁদা জমা হইয়াছে।

উত্তর:—ইহাতে আমার ভবিষ্যদ্বাণীর মর্য্যাদা আরও বাড়িয়াছে। কেননা, ইহাও এক যুদ্ধ ছিল, আর ইহা স্পষ্ট যে, বিরোধী দলের যে সৈন্যকে হত্যা করা হয়, এবং সেই সৈন্যকে (যদি) বিরোধী দলের লোকগণ বড় বাহাদুর এবং সাহসী বলে এবং তাহাকে একজন মহৎ ব্যক্তি বলিয়া মনে করে, তখন তত্তাবৎ প্রশংসা সেই নিধনকারীর প্রাপ্য হইয়া থাকে যে, এরূপ বাহাদুরকে বধ করে। কাজে কাজেই নিধন-প্রাপ্ত হইবার পর যদি লেখরামকে একজন হেয় এবং অজ্ঞাত লোক বলিয়া মনে করা হইত, তবে নিঃসন্দেহে আমার ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব কমিয়া যাইত। কেননা, ইহাতে বুঝা যাইত যে, যাহার উপর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে, সে কোন বড় লোক নয়, সে নগণ্য শিকার মাত্র যাহা প্রশংসার যোগ্য নয়। কিন্তু এখন তো লেখরামকে তাহার জাতি বড় মর্য্যাদা দিয়াছে এবং এখন এই ঘটনা নিহত ব্যক্তির অবস্থার দিক দিয়াও মর্য্যাদার যোগ্য হইয়াছে। নিজে চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি একটি ভবিষ্যদ্বাণী একজন রাজা সম্বন্ধে পূর্ণ হয় এবং অপর একটি কোন কোন মেথরাণী সম্বন্ধে পূর্ণ হয়, তবে কোন ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্বর রাষ্ট্র হয় এবং শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের দৃষ্টিতে অবলোকিত হইয়া থাকে? সুতরাং যেহেতু লেখরামকে বড় লোক বানান হইয়াছে সেই হেতু উপরোক্ত কারণাধীনে আমি এরূপ আনন্দিত হইয়াছি যে, ইহা অনুমান করা যায় না। আর আমি জানি যে, এই কাজ খোদাতা'লা করিয়াছেন এবং হিন্দুদের মনে তাহার প্রতি শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছেন যেন এই ভবিষ্যদ্বাণী একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্বন্ধে বিবেচিত হইয়া ইহার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হইতে পারে। এখন যতদিন পর্য্যন্ত সম্মানের সহিত লেখরামের স্মরণ হইবে ততদিন পর্য্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীও হিন্দুদের স্মরণ থাকিবে। মোটের উপর লেখরামের অসম্মান স্মৃতি ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্যও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে। যদি ভবিষ্যদ্বাণীটি কোন মেথর চামার এবং অতি হেয় মানুষ সম্বন্ধে হইত, তবে ইহার কি মূল্য হইত? প্রথমে আমি এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখিত ছিলাম যে, ভবিষ্যদ্বাণী তো পূর্ণ হইল; কিন্তু এরূপ একজন নগণ্য মানুষের সম্বন্ধে যে পেশাওরে সাত আট টাকা বেতনে পুলিশ অফিসে চাকুরী করিত। কিন্তু যখন আমি শুনিলাম যে, মৃত্যুর পরে তাহাকে বড় সম্মান করা হইয়াছে, তখন আমার দুঃখ আনন্দে পরিবর্ত্তিত হইল। আমি বুঝিলাম এখন লোকে মনে করিবে যে, এরূপ মামুলী লোকের উপর আমার দেওয়ার আক্রমণ হয় নাই বরং সেই ব্যক্তির উপর হইয়াছে যাহার জন্য সমস্ত জাতি একত্রিত হইয়া কাঁদিয়াছে। যাহার মৃত্যুর পর বড় শোক হইয়াছে, যাহার শোকে সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, যাহার স্মৃতি চিহ্নের জন্য বহু টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব এই প্রকারে ভবিষ্যদ্বাণীকে মর্য্যাদাদান করা আল্লাহ্‌র দান বিশেষ। সুতরাং এইজন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

প্রশ্ন—চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ সংক্রান্ত হাদিস দুর্বল।

উত্তর—কোন শয়তান অজানাকে ধোকা দিয়াছে। সেই হাদিস অতি সহি (প্রামাণিক) এবং তাহা মাত্র দারে কুৎণীতেই নয় বরং হাদিসের অন্যান্য কেতাবেও আছে এবং শিয়াদের মধ্যেও আছে এবং আহলে সুন্নতদের মধ্যেও আছে। এতদ্ব্যতীত মোহাদ্দেস (হাদিস-বিশেষজ্ঞ)-দের ইহা এক দূরীকৃত নীতি যে, যদি কোন হাদিস পূর্ণ হইয়া যায় এবং ধরুন, এই হাদিস মওজু (দুর্বল) মনে করা হইয়াছিল, তবে

পূর্ণ হইবার পরে ইহা সহি হাদিস বলিয়া মনে করা হইবে। কেননা, খোদা ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছেন. কেননা, খোদা ব্যতীত গায়েবের জ্ঞান কাহারও নাই। ১

হাদিসের জ্ঞান একটি আনুমানিক জ্ঞান বিশেষ। অনেক সময় কোন হাদিস সহি (বিবেচিত) হয় এবং ইহা সম্ভব যে, আসলে তাহা সহি নয় এবং অনেক সময় কোন হাদিস মওজু' (মিথ্যা রচিত) বিবেচিত হয় এবং পরিশেষে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। আর এই হাদিস তো কয়েক প্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব ইহাকে এখন মওজু' বলা স্পষ্টই ইমান বর্জন করা বটে, যদি সন্দেহ হয় তবে আমার সামনে আইস, এবং গ্রন্থাবলী দেখিয়া লও। এতদ্ব্যতীত ইহা কিরূপ নির্বুদ্ধিতা যে, যখন হাদিসে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যাহা খোদা ব্যতীত আর কাহারও শক্তিতে ছিল না এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইত। তবে এখনও কি সেই হাদিসের প্রমাণিত হওয়ায় সন্দেহ রহিল?

প্রশ্ন—আরবী গ্রন্থাবলীর অতুলনীয় হওয়ার দাবী ভ্রমাত্মক, কেননা, কোরআন ব্যতীত এই দাবী ইঞ্জিল, জবুর এবং হাদিসে নবীও করেন নাই।

উত্তর—আমি এখন লিখিয়াছি যে, আখেরী জমানার ইমামের জন্য দুই মহাপুরুষের প্রতীক হওয়া এবং ঈসবী বরকাত (আশিস রাজি) এবং মোহাম্মদী বরকাত পাওয়া আবশ্যক ছিল। এই দুই বরাকাত তাঁহার সত্যতার প্রমাণ ছিল। অতএব আমাদের নবী (সাঃ)কে ইহাও এক মো'জেজা প্রদান করা হয় যে, সর্বাপেক্ষা বাগ্মিতাপূর্ণ গ্রন্থ কোরআন আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দান করা হয়। সুতরাং মাহ্‌দী বরুজ (প্রতিচ্ছবি) স্বরূপ যাঁহার নাম আহ্‌মদ এবং মোহাম্মাদ রাখা হইয়াছে। সেই মো'জেজারও উত্তরাধিকারী হয়েন। সেই জন্য এই কারণে এই অধমকে ছায়া স্বরূপ সেই মো'জেজার উত্তরাধিকারী করা গিয়াছে। যে ব্যাপার কোন এক যুগে মো'জেজার আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল উহাকে আল্লাহ্‌তা'লা কেরামতের আকারে প্রকাশ করিলে কি ক্ষতি এবং ধর্ম-নৈতিক কি ত্রুটি হইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে কেরামত হইল অনুস্থত নবীরই মো'জেজা। বাইবেলের বাণী মো'জেজা স্বরূপ নয় বা তৌরাতের বাণী মো'জেজা স্বরূপ নয়, এই সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?*

আমাদের সম্পর্ক আমাদের নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে। এক্ষণে সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, যেহেতু সমস্ত মোহাম্মদীয় আশিসের অংশ লাভ করা আখেরী জমানার মাহ্‌দীর জন্য আবশ্যক ছিল সুতরাং ইহাও জরুরী ছিল যে, যেরূপ আঁ-হযরত (সাঃ) ব্যাপকার্থক, প্রাঞ্জল এবং বাগ্মিতা-পূর্ণ ভাষার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার ভাষা সমস্ত ভাষার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল বিশেষতঃ কোরআন শরীফ তো একটি অতুলনীয় মো'জেজা (অলৌকিক কাণ্ড)—সেইরূপ শেষ যুগের মাহ্‌দীরও প্রাঞ্জলতা এবং বাগ্মিতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক সুতরাং এই প্রয়োজনেই এই অধমকে মোহাম্মদীয় বাগ্মিতার অংশদান করা হইয়াছে। আর এই ব্যাপার তো এইরূপ জরুরী ছিল যে, যদি না দেওয়া হইত তবে সেই অবস্থায় এই আপত্তি হইতে পারিত যে, মোহাম্মাদী নবুওয়াতের ছায়া স্বরূপ মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করা স্বত্বেও মোহাম্মাদ সুলভ বাগ্মিতার অংশ কেন দেওয়া হইল না? খোদার অনুগ্রহে যখন এই পূর্ণ বাগ্মিতা এবং প্রাঞ্জলতার অংশ প্রদান করা হইল এই অবস্থায় তো আপত্তি চলে না। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাণী সাধারণ মানুষের (বাণীর) সদৃশ ছিল এইরূপ ধারণা করাও শক্ত ভুল এবং অশিষ্টতা বটে। কেননা যদিও কোরআন শরীফ উচ্চ পর্যায়ের মো'জেজা বিশেষ, তথাপি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাণীও অন্যান্য মানুষের (বাণীর) চেয়ে শত প্রকারে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং একপ্রকারের মো'জেজা ব্যাপকতা পূর্ণ বাণীর অধিকারী করা হইয়াছিল এবং নিঃসন্দেহে হুজুরের সাধারণ ভাষাও মো'জেজার সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

---

১ কোরআন শরীফে আছেঃ ০ ولا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অজানা বিষয়ের বর্ণনা করা মাত্র রসুলদিগের কার্য্য, অপরাপর লোকদিগকে এই মর্যাদা দেওয়া হয় না। রসুলগণ দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদিগকে বুঝায় যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হইতে প্রেরিত হয়, তা তাঁহারা নবী হউন রসুল হউন বা মোহাদ্দেস এবং মোজাদ্দেদ হউন।

* বাইবেল এবং তৌরত দুই-ই পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সমস্ত গ্রন্থাবলীর বাগ্মিতা এবং প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা বাতুলতা মাত্র।

ঃ নিজে নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 10·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8 00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Iesus die.	J. D. Shams	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী,

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—	হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আ:)
২।	আমাদের শিক্ষা	,,	,,
৩।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,,	,,
৪।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,,	হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৫।	সুসমাচার	,,	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,,	,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,,	,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,,	,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,,	,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,,	,,
১১।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,,	,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,,	,,
১৩	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,,	,,
১৪।	হোশান্না	,,	,,
১৫।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,,	,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :

এ টি. চৌধুরী

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.